সংবাদ

তারিখ ... 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৬...

# ঠাকুরগাঁওয়ের বেশকিছু স্কুলের শিক্ষার্থীরা সব বই পায়নি

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে প্রায় এক মাসেও সব বই শিক্ষার্থীদের হাতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছে শিক্ষক ও পড়ুয়ারা।

উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বুধবার দুপুরে এই অভিযোগ স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

অভিযোগকারীরা জানান, শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন আক্তার জানান, 'পহেলা জানুয়ারি ২০১৭ বই দেয়ার সময় বই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এরপর আর তাকে এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে দেখা যায়নি।'

এই শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অফিসে অনিয়মিত ও বিলম্বে পৌছান বলে জানা গেছে। শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন আক্তার এ কথা মেনে নিয়ে জানান, তিনি পঞ্চগড়ে থাকেন এবং সেখান থেকে ঠাকুরগাঁও অফিসে আসতে তিনি নানা বিপত্তিতে পড়ায় নিয়মিত ও সময়মত কর্মস্থলে পৌছাতে পারেননি। তার বিরুদ্ধে অফিস কামাই, অনিয়মিত যাতায়াতের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এক মাসেও ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাহীন আক্তার জানান, 'শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন আক্তারের উল্লেখিত অনিয়ম অফিস ফাঁকির কারণে কারণ দর্শানোর নোটিশসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের জানান এবং পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন।'

বৈরাগী হাট বালিকা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কৃষি, আনন্দপাঠ, শারীরিক শিক্ষা, ৭ম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয়, ৮ম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম আজও দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিরণ চন্দ্র রায়। পাটিয়াডাঙ্গী বেশকিছু : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

## বেশকিছু : স্কুলের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সিরাজুম মনির জানান, '১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫টি বইয়ের মধ্যে ৭টি পেয়েছে। বাকি ৮টি এখনও পায়নি।'

ভাউলার হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারুল ইসলামও সব বই না পাওয়ার অভিযোগ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা কিছু শিক্ষক-কর্মচারীর গাফিলতি উদাসীনতার দরুন এই বিপ্লবী কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক মো. আবদুল আওয়ালকে এ প্রসঙ্গে মোবাইল ফোনে জানতে চাইলে তিনি জেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে সংবাদকে জানান।